তারিখ 06 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

সমকাল

বাঞ্ছারামপুরে অধ্যক্ষকে পেটালেন তিন শিক্ষক

■ বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

বাঞ্ছারামপুরে পদত্যাগ করতে রাজি না হওয়ায় সভাপতির নির্দেশে অধ্যক্ষকে পিটিয়েছেন তিন শিক্ষক। শনিবার ফরদাবাদের ড. রওশন আলম কলেজে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় অধ্যক্ষ নুরুল হক বাদী হয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কলেজের সাধারণ সভা চলাকালে শনিবার বিকেলে সভাপতি ও সাবেক বিএনপি নেতা ড. রওশন আলম অধ্যক্ষ নুরুল হককে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর দিতে চাপ প্রয়োগ করেন। রাজি না হওয়ায় এ নিয়ে সহকারী অধ্যাপক মুফতি কামাল উদ্দিন ভূঁইয়ার সঙ্গে অধ্যক্ষের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে তিন সহযোগী অধ্যাপক মুফতি কামাল উদ্দিন, ফেরদৌস মিয়া ও কেএম কায়সার ক্ষিপ্ত হয়ে অধ্যক্ষকে কিল, ঘুষি ও ধাক্কা মেরে ফেলে দেন এবং কলেজের রেজুলেশন খাতা কেড়ে নিয়ে সভাপতির নির্দেশে অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করে সহকারী অধ্যাপক নিলয় দেবনাথকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে সভাপতি তড়িঘড়ি করে চলে যান।

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য নজরুল ইসলাম সিকদার বলেন, 'সভাপতি ড. রওশন আলম প্রিন্সিপালকে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বললে তিনি রাজি না হওয়ায় এক পর্যায়ে মুফতি কামাল, কায়সার ও ফেরদৌস প্রিন্সিপালকে কিল-ঘুষি মেরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। পরে আমি, শহিদুল্লাহ মাস্টার, কাদির ভাই গিয়ে প্রিন্সিপালকে বাঁচাই।'

সহকারী অধ্যাপক ফেরদৌস মিয়া বলেন, 'অধ্যক্ষ আমাদের শিক্ষকদের বেতন আটকে রাখায় মিটিংয়ে অধ্যক্ষ নুরুল হকের অপসারণ দাবি করি। অপসারণের পক্ষে বেশিরভাগ শিক্ষক থাকায় সভাপতি অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করে নিলয় দেবনাথকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেন। রেজুলেশন খাতাটি অধ্যক্ষ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমি ও মুফতি কামাল বাধা দিই। অধ্যক্ষের কাছ থেকে খাতাটি কেড়ে এনে সভাপতিকে দিই।'

অধ্যক্ষ নুরুল হক বলেন, 'মিটিং চলাকালে জোর করে সভাপতি আমাকে পদত্যাগ করাতে চান। আমি রাজি না হওয়ায় সভাপতির নির্দেশে মুফতি কামাল উদ্দিন ও ফেরদৌস মিয়া আমার ওপর চড়াও হয়ে রেজুলেশন খাতা কেড়ে নেয় এবং নীতিমালা ভঙ্গ করে আমাকে বরখাস্ত করতে চায়।'

কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ড. রওশন আলম বলেন, 'অধ্যক্ষ নুরুল হককে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছি। আমার ইশারায় মারধর হয়েছে– এ ঘটনা ঠিক নয়।' ওসি অংশু কুমার দেব জানান, 'বিষয়টি তদন্ত করে সত্যতা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ইউএনও মোহাম্মদ শওকত ওসমান বলেন, 'সভাপতি ড. রওশন আলম এ সংবাদটি আমাকে ফোনে কিছুটা জানিয়েছেন। অন্য মাধ্যমে বিস্তারিত জেনে আমি পুরো বিষয়টি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'